কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি বিষয় উত্থাপন

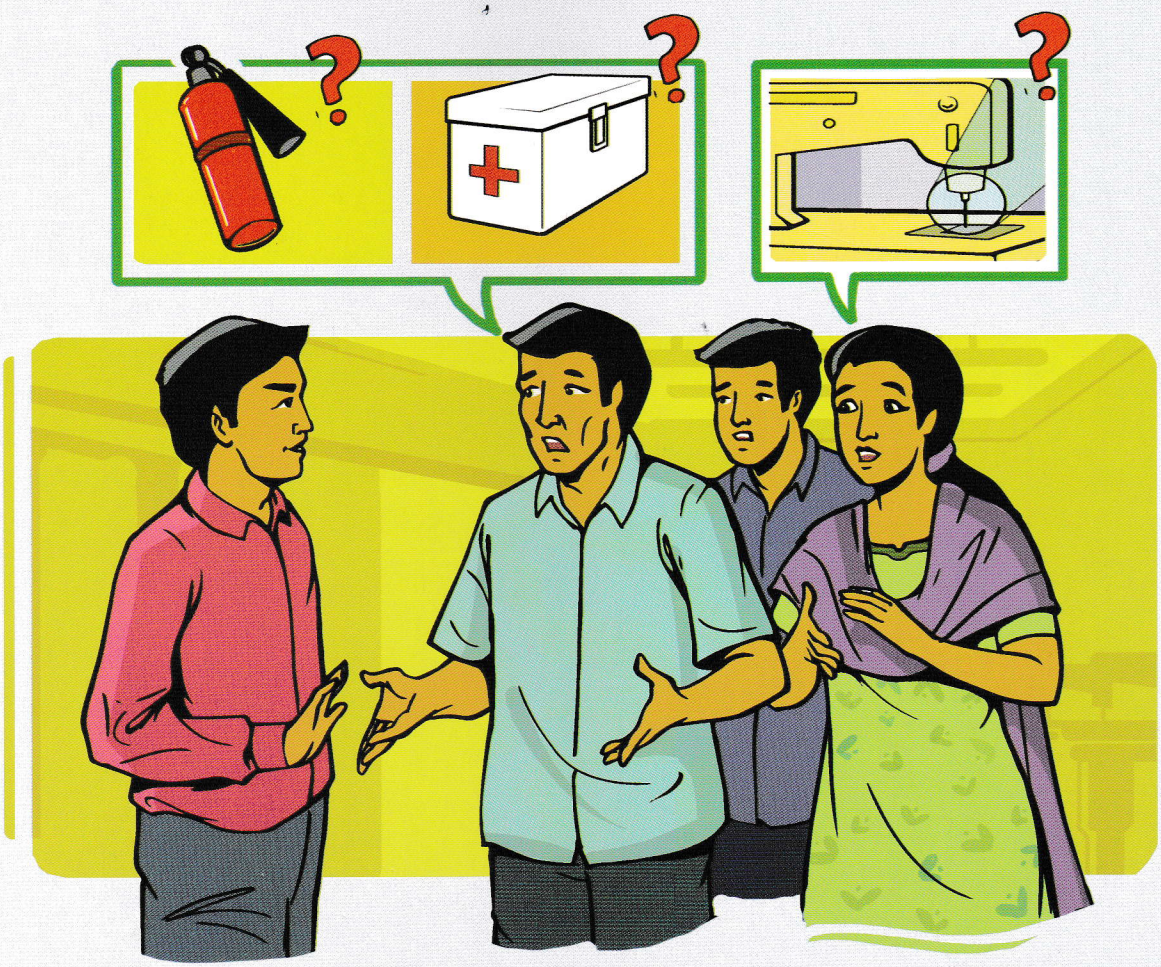

শ্রমিকেরা কর্মক্ষেত্রে ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থা দেখতে পেলে তার বিবরণ মালিকের নিকট উপস্থাপন করতে পারেন। যদি তারা এটা অবহেলা করেন বা গুরুত্ব না দেন তাহলে এটা জখম ও মৃত্যুর কারণ হতে পারে। মূলত শ্রমিকদের দায়িত্ব হচ্ছে দ্রুত ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষকে জানানো। (ধারা- ৮৬ বাংলাদেশ শ্রম আইন)

আপনার কোম্পানির নিয়ম বা কার্যপদ্ধতি

নীতিগতভাবে, ঝুঁকি সম্পর্কে জানানোর বিভিন্ন উপায় রয়েছে (বিভিন্ন যোগাযোগের ব্যক্তি, মৌখিক বা লিখিত যোগাযোগ)।
মূলনীতি-প্রথমে আপনি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে বিষয়টি তুলে ধরবেন এবং মালিককে বিষয়টি সমাধানের জন্য সুযোগ দিবেন (ধারা - ৮৬ বাংলাদেশ শ্রম আইন)

- প্রথমে একজন লাইন লিডার, ফ্লোরের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি অথবা উর্ধ্বতন কর্মকর্তার সাথে কথা বলা
- ট্রেড ইউনিয়নের কোনো প্রতিনিধি/ অংশগ্রহণকারী কমিটি'র শ্রমিক প্রতিনিধির সাথে কথা বলা
- পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি/ অগ্নি কর্মকর্তা, কল্যাণ কর্মকর্তা, সেইফটি কমিটি'র সদস্য অথবা উদ্ধারকারী দলের সদস্য অথবা অন্য সিনিয়র ম্যানেজার-এর সাথে কথা বলা

ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষকে অবহিত করার পর তার দায়িত্ব

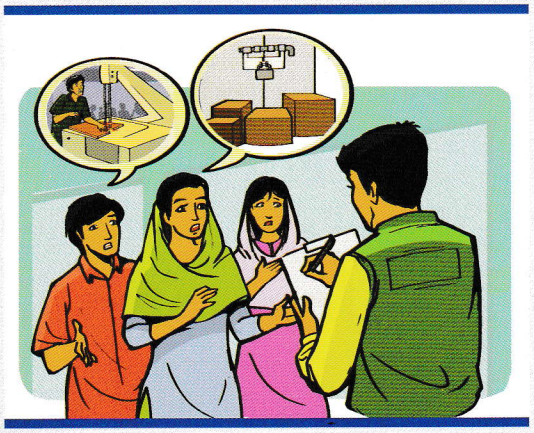

- অবিলম্বে ঝুঁকি সম্পর্কে কর্মীদের অবহিত করা এবং
- সমস্যা সমাধান করতে সব ধরনের কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ

যদি কর্মী অথবা কর্মী প্রতিনিধি বিবেচনা করেন যে বিষয়টি মীমাংসিত হয়নি, তাহলে তারা সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন :

- সংশ্লিষ্ট সরকারি সংস্থা (উদা : কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের সাবস্টেশন) (ধারা ৬১, ৮৫, ৯০ক, ৩১৫, বাংলাদেশ শ্রম আইন)
- কারখানার বাইরের কোনো ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশন
- মালিকপক্ষ (BGMEA/BKMEA)

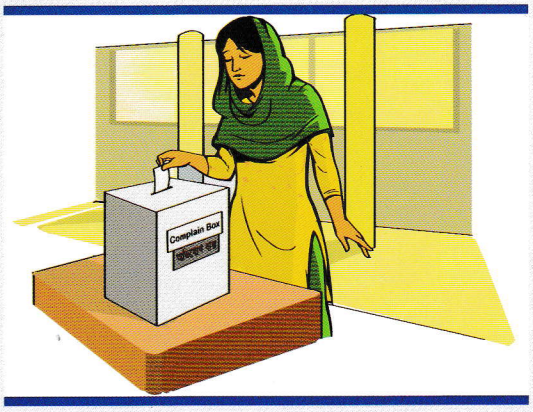

প্রতিষ্ঠানের পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি (OSH) কর্মকর্তা, সেইফটি কমিটি'র সদস্য অথবা অগ্নি নিরাপত্তা দল অথবা অন্য কোনো উর্ধ্বতন কর্মকর্তার সাথে আলোচনা করা

এমনও হতে পারে যে- শ্রমিকরা সরাসরি তাদের প্রত্যক্ষ ব্যবস্থাপককে কোনো বিষয় জানাতে বা বলতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ নাও করতে পারে অথবা এমনও হতে পারে যে তাদের প্রত্যক্ষ ব্যবস্থাপককে বিষয়টি জানালে যথাযথ সময়ের মধ্যে তার সমাধান করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয় না। এরূপ ক্ষেত্রে শ্রমিকদের উচিত পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি (OSH) কর্মকর্তার সাথে অথবা সেইফটি কমিটি'র কোনো একজন সদস্যের সাথে যোগাযোগ করা।

লিখিত অভিযোগ করা (যেমন- সুপারিশ বাক্স)

কিছু শ্রমিক হয়তো মৌখিক যোগাযোগের থেকে বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে লিখিতভাবে জানাতে বেশি পছন্দ করে। বিশেষ করে, যেসব ক্ষেত্রে কোনো শ্রমিক মনে করে যে বিষয়টি দ্রুত সমাধান হবে না বা সে চায় যে এসব আইনি প্রক্রিয়ার প্রমাণ থাকুক সেসব ক্ষেত্রে শ্রমিক বা ইউনিয়ন প্রতিনিধি লিখিতভাবে তাদের অভিযোগ ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের নিকট পাঠাতে বেশি পছন্দ করে (সরাসরি বা সুপারিশ বাক্স এর মাধ্যমে)। সাধারণত এটা আশা করা হয় যে সুপারিশ বক্সে যে অভিযোগগুলো পড়বে তা গোপনীয় থাকবে।

ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ বা মালিক বিষয়টি সম্বন্ধে জানতে পারলে, তাদের দায়িত্ব হচ্ছে-

- **বিপজ্জনক অবস্থা সম্পর্কে অতি দ্রুত শ্রমিকদের জানানো, এবং**
- **উক্ত সমস্যা সমাধানে যথাসম্ভব প্রয়োজনীয় সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করা (৬ নং এ উল্লেখিত বর্ণনা দেখুন)।**

যেক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ ব্যবস্থাপকের পক্ষে উক্ত সমস্যা সমাধান করা সম্ভব না অথবা সমস্যাটির সমাধান সম্পর্কে তার ভালো ধারণা নেই সেক্ষেত্রে তিনি বিষয়টি পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি (OSH) কর্মকর্তাকে জানাবেন।

কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর
বিএফডিসি কমার্শিয়াল কমপ্লেক্স
২৩-২৪ কাওরান বাজার (২য় ও ৩য় তলা), ঢাকা ১২১৫
ফোন : +৮৮ ০২ ৫৫০ ১৩৬২৭
Web: www.dife.gov.bd
Email: chiefdife@gmail.com

এই প্রকাশনাটি কানাডা, নেদারল্যান্ডস, যুক্তরাজ্য ও আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আই,এল,ও)-র
'তৈরি পোশাক শিল্পে কর্ম-পরিবেশ উন্নয়ন কর্মসূচি'-এর সহায়তায় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত

Canada
Kingdom of the Netherlands
UK aid
International Labour